আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: খুলনা

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাফর ইমাম, (সভাপতি) অর্থনীতিবিদ
২. মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো
৩. শেখ আশরাফ উজ জামান, মহাসচিব, খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
৪. আনোয়ারুল কাদির, অর্থনীতিবিদ
৫. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, টিআইবি
৬. ওয়াহিদুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি সুন্দরবন কলেজ
৭. হুমায়ুন কবির, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
৮. এম এম মুজিবুর রহমান, সভাপতি, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতি
৯. রেজাউল হক, আহ্বায়ক, সচেতন খুলনাবাসী
১০.সৈয়দ মনোয়ার আলী, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, জুট মিলস করপোরেশন
১১. হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া, সভাপতি, ওয়ার্কার্স পার্টি, খুলনা জেলা
১২. রাশিদা করিম, নির্বাহী পরিচালক, মায়ের আঁচল সংস্থা, খুলনা
১৩. রসু আখতার, সাধারণ সম্পাদক, মহিলা পরিষদ, খুলনা
১৪. ড. শামীম মাহবুবুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫. রবিউল ইসলাম পলাশ, প্রধান শিক্ষক, নৈহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপসা উপজেলা, খুলনা
১৬. শামীমা সুলতানা শীলু, পরিচালক, পরিবার কল্যাণ সমিতি
১৭.কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, নবলোক, খুলনা
১৮. সাহরুজ্জামান মোর্তজা, সভাপতি, শিল্প বণিক সমিতি, খুলনা
১৯. শেখ আব্দুল কাইয়ুম, সভাপতি, খুলনা নাগরিক ফোরাম
২০. এ এস এম শাহজাহান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও প্রাক্তন মহাপুলিশ পরিদর্শক ও সদস্য, নাগরিক কমিটি-২০০৬
২১. সরদার মোতাহার উদ্দিন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা
২২. সিলভী হারুন, উন্নয়নকর্মী, প্রদীপন সংস্থা
২৩. শাহিন জামাল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক
২৪. মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম তুহিন, আরটিভি, খুলনা প্রতিনিধি
২৫. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ফুলবাড়ী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২৬.পরেশ কুমার সাহা, নির্বাহী পরিচালক, থেড–মানব উন্নয়ন সংস্থা
২৭.মিয়া আতাউল গনি বাদশাহ, পুলিশ সুপার (অবসরপ্রাপ্ত) ও মুক্তিযোদ্ধা
২৮. অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, নগর সভাপতি, সিপিবি
২৯. কাজী সেকেন্দার আলী, সাবেক সংসদ সদস্য
৩০. রফিকুল হক খোকন, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, খুলনা মহানগর
৩১. অধ্যাপক কৃষ্ণপদ দাশ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, খুলনা জেলা শাখা
৩২.রেহানা আখতার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন
৩৩.অনিমেষ চন্দ্র হরি, ছাত্র, বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

৩৪.প্রকৌশলী ইনামুল কবির, প্রবাসী
৩৫.মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, সহ-সভাপতি, খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি
৩৬.মোহাম্মদ সালেকুজ্জামান, প্রফেসর, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭.শেখ আব্দুল জলিল, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান, রামপাল, বাগেরহাট
৩৮.নজরুল ইসলাম মঞ্জু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি, খুলনা জেলা
৩৯.অ্যাডভোকেট এনায়েত আলী, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান, খুলনা
৪০.মাজেদা আলী, উপাধ্যক্ষ, সরকারি সুন্দরবন কলেজ
৪১.গাজী শহীদুল্লাহ, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান, খুলনা
৪২.মোল্লা সাইফুর রহমান, চেয়ারম্যান, ৩ নম্বর নৈহাটি ইউনিয়ন পরিষদ
৪৩.অ্যাডভোকেট কুদরত-ই-খুদা, সদস্য সচিব, খুলনা নাগরিক কমিটি
৪৪.মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক, ডুমুরিয়া উপজেলা নাগরিক কমিটি, খুলনা
৪৫.অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, কর আইনজীবী সমিতি
৪৬.এস এম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক, দৌলতপুর দোকান মালিক সমিতি
৪৭.সাজ্জাদুর রহিম পান্থ, নবলোক, খুলনা
৪৮.এস এম সোহরাব হোসেন, খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন
৪৯.শেখ গোলাম মোস্তফা, যুব সংগঠক
৫০.এস এম মঞ্জুর-উল-আলম, আইনজীবী
৫১.হুমায়ুন কবির ববি, সমন্বয়কারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, খুলনা
৫২.সাইয়েদ মঈনুল ইসলাম কিচ্‌লু, চেয়ারম্যান, জীব কল্যাণ ফাউন্ডেশন
৫৩.মোহাম্মদ মোকাম আলী সরদার, প্রতিনিধি, ইউনাইটেড মুসলিম অর্গানাইজেশন
৫৪.এস এম হুসাইন বিল্লাহ, গীতিকার, নাট্যকার, বাংলা বেতার, সাংস্কৃতিক সংগঠক
৫৫.মোহাম্মদ বদিয়ার রহমান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
৫৬.মোহাম্মদ আব্দুল বারেক বাচ্চু, বীমা কর্মকর্তা
৫৭.মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী, খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ, জানিপপ
৫৮.ড. পূর্ণেন্দু গাইন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৫৯.ড. এস এম জাকারিয়া জাকির, সভাপতি, থ্রি স্টার এস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার
৬০.এম এ কাইয়ুম, পরিচালক, কাইয়ুম ডিজিটাল লাইব্রেরি লিমিটেড
৬১.রিয়াজুল হক, পরিচালক, মডার্ন সিফুড ইন্ড্রাস্টিজ লিমিটেড
৬২.প্রকৌশলী আজাদ উল হক, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
৬৩.মোহাম্মদ আশিক-উর-রহমান, প্রভাষক, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৬৪.রফিকুল ইসলাম খোকন, পরিচালক, রূপান্তর
৬৫.মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পার্টি, খুলনা জেলা
৬৬.শেখ আইনুল হক, সভাপতি, মোটরসাইকেল গ্যারেজ মেকানিক সমিতি
৬৭.মুজতবা শামীম, ডেমক্রেসিওয়াচ
৬৮.আব্দুল্লাহ হোসেন, আইনজীবী
৬৯.গাজী আব্দুল্লাহেল বাকী, পরিচালক, মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৭০.আহমদ আলী খান, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক পূর্বাঞ্চল

৭১.কামরুজ্জামান টুকু, মুক্তিযোদ্ধা
৭২.শাহনেওয়াজ নাজিমুদ্দিন আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৭৩.ড. শেখ গাউস মিয়া, প্রাক্তন অধ্যাপক
৭৪.স ম আবু বকর সিদ্দিক, সভাপতি, মংলা বন্দর শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন
৭৫.প্রদ্যুত রুদ্র চৈতি, প্রভাষক, এম এম কলেজ, খুলনা
৭৬.রোজী রহমান, সাংস্কৃতিক কর্মী
৭৭.পঞ্চানন বিশ্বাস, সংসদ সদস্য, খুলনা-১
৭৮.এম নূরুল ইসলাম, সংসদ সদস্য, খুলনা-৪

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূ চ না প র্ব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে। সেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য এই মুহূর্তে কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাংলাদেশের নেই। আছে আবর্তনমূলক তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা। সেটার নাম পিআরএসপি।

কিন্তু এটা তিন বছরের পরিকল্পনা। আমরা মনে করি একটি মধ্যদেয়াদি পরিকল্পনা যদি না থাকে একটি জাতির সামনে, তাহলে একটি জাতিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি যেসব লক্ষ্য আছে সেগুলো উৎসাহিত করা হয় না। কিন্তু এ পরিকল্পনা কে বাস্তবায়ন করবে সে প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিল। তখনই উঠল যে জাতীয় নির্বাচনে যারা সংসদে যাবেন তারাই হবেন এটি বাস্তবায়নের মূল কারিগর। তবে সে কারিগরেরা যদি যোগ্য, সৎ ও দক্ষ না হন তাহলে তো আমাদের রূপকল্প কোনো কাজে দেবে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রসঙ্গটি এল।

এ কথাটা আমরা বারবার বলি, তারপরও আরেকবার পরিষ্কার করে বলি–বাংলাদেশের সমস্যা বাংলাদেশের মানুষকেই সমাধান করতে হবে। এ দেশের সমস্যা বোঝা, বিশ্লেষণ করা, সমাধান দেওয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশের নাগরিকদের যদি না থাকে তো অন্য কোন দেশের মানুষ এসে এটাকে জানবে, বুঝবে, তা কোনোদিন সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতি বা দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য এ দেশের জনসাধারণকেই উদ্যোগ নিতে হবে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এ প্রতিষ্ঠান বা এ সংগঠন বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আদৌ যুক্ত নয়। এমনকি এটাকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটি পয়সাও কারও কাছ থেকে নিইনি। এত কষ্ট করে আমরা এ অনুষ্ঠানগুলো করছি শুধু সিপিডি সঞ্চায়িত অর্থ থেকে। আমরা খুশি যে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার সেখানে অবদান রাখছে আর চ্যানেল আই পুরো অনুষ্ঠান ধারণ করে প্রচার করছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার যে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করছে এটা সম্পূর্ণ তাদের অর্থায়নে, নিজস্ব দায়িত্বে এবং তাদের নিজস্ব সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। আমাদের দেশে অর্থ এবং ক্ষমতায় অতিমাত্রায় সন্দেহ থাকে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আমি স্বচ্ছ করে আপনাদের কাছ বলতে চাই।

অনেকে বলছেন এটা কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে। নির্বাচনের আগে আপনারা আছেন, নির্বাচন চলে গেলে আপনারা চলে যাবেন। আমি উত্তর খুব সাধারণভাবেই দিই–এক বছর আগে যদি এ আলোচনা আপনাদের মাঝে নিয়ে আসতাম আপনি বলতেন, নির্বাচনের খবর নেই আপনারা আলোচনা করতে এসেছেন। আপনি তাহলে মধ্যবর্তী নির্বাচন চান, তাই না। একটা সন্দেহের সৃষ্টি হতো। এখন এসেছি

এখানে মাননীয় এমপিরা আছেন–নির্বাচনের আগেই নেতারা একটু আমাদের কথা শোনেন। এটা তো কথা শোনার মৌসুম। এ মৌসুমটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। এটার চরম পরিণতি বলতে হচ্ছে আমরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতার কাছে দুই দিন আগের আলোচনাগুলোর ভিত্তিতে ৩৭ দফা দিয়ে চিঠি লিখেছি। এটার একটা কপি আপনাদের কাছে দেওয়া আছে। নাগরিক আকাঙ্ক্ষা হিসেবে এটিও তাদের কাছে দিতে চাই। কারণ আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই জনগণ বলেছে, আমাদের বোঝানোর দরকার নেই। ঢাকায় গিয়ে দুই নেত্রীকে বোঝান। পারলে দুজনকে একত্রে বসান।

আ লো চ না

দুজনকে একসঙ্গে বসানোর প্রস্তাব করার দুঃসাহস আমাদের নেই। আমরা পৃথকভাবে তাদের কাছে জনগণের, সুধী সমাজের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরতে পারি। সুধী সমাজ শুধু ঢাকায় নেই, সব জায়গাতেই আছে। আপনারা সেটারই জাতীয় অংশ।

মতিউর রহমান

সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আই-এর দেশব্যাপী এই আলোচনা নাগরিক সমাজকে নিয়ে বা সুশীল সমাজকে নিয়ে। এ রকম আলোচনা বা মতবিনিময় সভা চার মাস ধরে করে চলেছি। আমরা ২০০১ ও ২০০২ সালেও এ রকম আয়োজন করেছিলাম এবং আমরা এর নাম দিয়েছিলাম গোলটেবিল বৈঠক। এবার আর এটা গোলটেবিল বৈঠক নয় বা সেমিনার নয়, এবার আমরা এটাকে আরও বড় করে আরও বড় পরিসরে সবার কথা শুনে আমরা একটা উপদেশমালা তৈরি করতে চাই। এর সবকিছু কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো বলে এবং নির্বাচনী ইশতেহারেও লেখে। বাস্তবতা হলো এ বিষয়গুলো তারা মান্য করে না। ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থানের আগে ও পরে রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা খুব জোরদারের বিষয় ছিল, কিন্তু এখন এটা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছে না। আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এ ধরনের ব্যবস্থায়। আপনারা জানেন যে শাসনব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থাকে আলাদা করার কথা ছিল। দুটি প্রধান দলই এটা বলে, কিন্তু তা কার্যকর করে না। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এটা হওয়ার কথা ছিল, তার হাতে সকল প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু তখন যারা ক্ষমতায় আসবেন বা যারা পরবর্তী সময়ে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন তারা বলেছিলেন যে আপনারা এটা করবেন না, আমরা এসে এটা করে দিচ্ছি। আজকে প্রায় পাঁচ বছর সমাপ্ত হতে চলেছে, আমরা দেখলাম সরকার প্রশাসন থেকে বিচারব্যবস্থা আলাদা করতে পারেনি। এই যে কথা এবং কাজে, ইশতেহার এবং বাস্তবায়নে যে ব্যবধান, এর সবকিছু কিন্তু আমাদের আরও হতাশ করে তুলছে। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর জনমত তৈরি করতে, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি যে আমাদের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, রাজনৈতিক লোভ নেই। আমাদের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। আমরা দেশের মঙ্গল চাই, কল্যাণ চাই। আমরা চাই দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক, সেটা আমরা দেখতে চাই। যে যা-ই বলুন না কেন, এর পেছনে বা এর গোপনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আমাদের নেই। আমাদের কথা আমাদের দাবি রাজনীতিবিদদের কাছে–আপনারা মানুষের কথা শুনুন। এ জন্যই আমাদের এ উদ্যোগ, চেষ্টা, মতবিনিময়, আলোচনা, প্রচার ইত্যাদি। রাজনীতিবিদেরা, আপনারা যেটা বলেন সেটা বাস্তবায়ন করুন, কার্যকর করুন। আশ্বাস দেবেন অঙ্গীকার করবেন ইশতেহার প্রকাশ করবেন, কিন্তু সেটা আপনারা পালন করবেন না, কার্যকর করবেন না, সেটা আমরা দেখতে চাই না। আমরা চাই নিশ্চয়ই রাজনীতিবিদেরা ভালো থাকুন এবং মানুষকেও ভালো থাকতে সাহায্য করুন।

শেখ আশরাফ উজ জামান

আমরা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাস করছি অথচ ভোটার তালিকা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন করতে হবে। এ ব্যাপারে সামরিক সরকারের মতো আইন প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে তার নিবন্ধন করতে হবে। ১৮ বছর পূর্ণ হলেই সে নিয়মানুযায়ী ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। সব এলাকায় সব কিছু করা যায় না। সব এলাকায় সব সম্ভাবনা থাকে না। স্বাধীনতার ৩৪ বছর ধরে আমরা বারবার লক্ষ করেছি বাংলাদেশের অনেক এলাকায় অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যেগুলো জাতীয়, আঞ্চলিক সম্ভাবনা নয়। আমরা দেখেছি যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন সে সরকার তার এলাকার উৎপাদনশীল খাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে অর্থ কেটে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করে। এর জন্য সংসদে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে কেউ এমন কার্যক্রম করলে তার বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় নিতে পারি।

আনোয়ারুল কাদির
দুটো বিষয় এখানে আলোচিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া সংস্কার তথা রাজনৈতিক সংস্কার, অপরটি মধ্যমেয়াদি রূপকল্প তৈরি। প্রথম বিষয়টিতে বাংলাদেশের সকল নাগরিক ঐকমত্যে এসে গেছে যে আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও তার সহযোগী দুই নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ করা উচিত। আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি দুষ্ট ক্ষত। দেশের মধ্যমেয়াদি রূপকল্প তৈরির ব্যাপারে আমি জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব। বাজেট প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সংসদের বাইরে আমরা সারা দেশের নাগরিকদের একটি আলাদা পার্লামেন্ট দেখতে চাই যাতে আমরা অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে পারি।

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে সৎ ও যোগ্য নির্বাচকমণ্ডলীরও খোঁজ করা দরকার। কেননা সৎ ও যোগ্য ভোটার না পেলে তাদের মধ্য থেকে যে প্রতিনিধি উঠে আসবে তার মধ্যেও সৎ ও যোগ্যতার অভাব দেখা দেবে। একটা প্রশ্ন সবার কাছে করতে চাই, রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে অক্ষুণ্ন রেখে এ দেশে কি আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা বাস্তবায়ন করতে পারব?

দ্বিতীয়টি হলো বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা। এ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এটা করা হলে আমাদের এত কষ্ট করতে হতো না। আদালত থেকে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান পেতে পারতাম। কিন্তু নিম্ন আদালত এখনো সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এম এম মুজিবুর রহমান
নির্বাচন কমিশনের সচিব সাহেব বলেছেন যে হাইকোর্টের রায় উপেক্ষা করে ভোটার তালিকা বানানোর পেছনে আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছিল। কোর্টের আদেশের পরও এটা কীভাবে করা সম্ভব হলো। এ বিষয়টিতে সুশীল সমাজের প্রতিবাদ করতে হবে। যে বেঞ্চটি নির্বাচন কমিশনকে আগের লিস্ট অনুসরণ করতে আদেশ দিল তার তিন দিন পরই সে বেঞ্চটির এখতিয়ার খর্ব করে দেওয়া হয়। তারপর যখন ৯০০ মিথ্যা ভোটারের লিস্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার কথা বলল তার পাঁচ দিন পর সেই বেঞ্চটির এখতিয়ার খর্ব করে দেওয়া হয়। হাইকোর্টে বিচারের কাজে যে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ হচ্ছে এ ব্যাপারেও সুশীল সমাজের বক্তব্য থাকতে হবে।

রেজাউল হক

আমাদের এ অঞ্চলটা এখন মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে। এখানে একসময় পাট বিক্রি ও রপ্তানি করে লোক জীবিকা নির্বাহ করত। এখন আছে চিংড়ি মাছ। তার বিরুদ্ধেও এখন অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের রাজনীতি ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে শৃঙ্খলিত বিধায় দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক ধারা অর্থনীতির প্রধান চাবিকাঠি। দলীয় স্বার্থের বাইরে থেকে শাসন কায়েম করে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের সব অফিসই দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এটাকে প্রতিহত করার জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে আন্দোলনের রূপ দিতে দেখিনি। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেশকে প্রতিহত করা সম্ভব।

রসু আখতার
জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে 'নারী-পুরুষ সমতা'র একটা ব্যাখ্যা থাকা দরকার। আমাদের দেশে সংসদ একটা অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেহেতু অর্ধেক জনশক্তির ক্ষমতা সেখানে পরিলক্ষিত নয়। অনেক রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ বা বক্তব্যেও নারীদের সমতার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। নারীরা কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে সে ব্যাপারেও কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেই। আমার সুপারিশ হলো প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে এখন থেকেই সমানুপাতিক হারে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য লিখিত আইনি ধারা থাকতে হবে। যদি কালো টাকা, পেশীশক্তিমুক্ত এবং ঋণখেলাপিমুক্ত নির্বাচন হয় তাহলে আমি মনে করি অনেক নারী প্রার্থী নির্বাচিত হবেন যোগ্যতার সঙ্গে।

এ এস এম শাহজাহান
গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বন্ধে আমি মনে করি এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি উঠে যায় ততই ভালো। অবশ্য এর জন্য একটি সময় বেঁধে দিলে ভালো হয়। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সৎ ও যোগ্য ভোটারের কথা আসছে। তবে আমার মনে হয় সততা, মূল্যবোধ এবং জনস্বার্থ–এই তিনটি কথা ক্রমশ কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। ভোটারের সততা অবশ্যই দরকার।

জনগণের সততা, মূল্যবোধ পরিবার ও স্কুল থেকে আসতে হবে। এ সমাজে যদি কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বদলি হয় তবে সেটা সত্যিকারের জনস্বার্থে হতে হবে। জনস্বার্থ শিক্ষা থেকে, প্রশিক্ষণ থেকে তথা সব জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে। এবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর অনেক বেশি কঠিন দায়িত্ব। একদিকে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ, অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচন ২০০৭ সামনে রেখে যে অনিশ্চয়তা, যে সংকটাপন্ন অবস্থা সে বিয়য়ে কিছু কথা আসা উচিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে হয় না। গণতন্ত্র তো মাথা গোনার ব্যাপার নয়। মাথা ভাঙার কথা তো বলেনি। এখন তো দেখি মাথা ভাঙার প্রক্রিয়াই বেশি। আমরা নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্র চাই না যে এক দিনের জন্য গণতন্ত্র আসবে। গণতন্ত্র আসতে হবে প্রতিদিনের জন্য।

সরদার মোতাহার উদ্দিন
আমরা যারা যে দলই করি না কেন কোনো দলের মধ্যে গণতন্ত্র নেই। বড় দলের মধ্যে নেতৃত্ব ও নমিনেশন পাওয়া যাবে তিনটি গুণ থাকলে– টাকা থাকতে হবে, নেতা যা করবে তার নিন্দা বা তিরস্কার করা যাবে না বরং বাহবা দিতে হবে আর সত্য কথা বলা যাবে না। আমরা যারা তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি করি আমরা মোটা দাগে একমত, এগুলোর অবসান হওয়া উচিত। প্রকৃত রাজনীতি দেশের জনগণের

সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি মনে করি অফিসে যেমন প্রমোশন হতে গেলে এসিআর লাগে, গোপনীয় তথ্য লাগে এবং নম্বর লাগে তেমনি রাজনৈতিক দলে সে ধরনের মার্ক বা নম্বর থাকা উচিত।

মিয়া আতাউল গনি বাদশাহ

দলের মধ্যে যাতে গণতন্ত্রের চর্চা হয় সে জন্য তৃণমূল পর্যায়ে যারা কাজ করেন তারা যেন ভালো পদ লাভ করে সংসদে যান এবং মন্ত্রী হন। এই চর্চা শুরু না করলে রাজনীতিতে কেউ ভরসা পাবে না। রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রকে রুখতে হবে। দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করুন, পরিবারতন্ত্র পরিহার করুন, স্বাধীনতাবিরোধী কোনো লোককে নমিনেশন দেবেন না। নারী বা মুক্তিযোদ্ধা এদের জন্য প্রত্যেক দলের মধ্যে একটা কোটা বরাদ্দ রাখতে হবে।

অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ

আমি চাই পরিবারতন্ত্র থেকে রাজনীতি মুক্ত হোক। বহুজাতিক কোম্পানির কবল থেকে আমাদের দেশের তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদ রক্ষা হোক। প্রাইভেটাইজেশনের কবল থেকেও জাতিকে রক্ষা করতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, হসপিটালকে রক্ষা করতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়েছে ভবিষ্যতে যারা নির্বাচন করবে তাদের ইশতেহারে এই চুক্তিগুলো বাতিল করার কথা থাকতে হবে। ধর্মকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধ হলো জন্ম জন্মান্তরের চেতনা। এই চেতনা জাতিকে বিভক্ত করার জন্য নয়, সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ চেতনায় একত্র করার জন্য। যারা এ দেশের মাটিকে ভালোবাসে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে তারা হবে সৎ ও যোগ্য নাগরিক, তাদেরই ক্ষমতায় যেতে হবে, কালো টাকার মালিকেরা বা একাত্তরের খুনিরা নয়।

কাজী সেকেন্দার আলী

দেশের মানুষ আগামী নির্বাচন নিয়ে খুব হতাশাগ্রস্ত। কারণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ বাকি দুজন কমিশনার জাতির কাছে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের দ্বারা আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বলেই জাতি তাদের পদত্যাগ দাবি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের মাধ্যমে সুশীল সমাজের এবং সকল প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আগমী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে সবাইকে জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যে প্রার্থী যে ইশতেহার নিয়ে নির্বাচন করবে, নির্বাচিত হওয়ার পর যাতে সে ওয়াদা পালন করে সে ব্যাপারে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী ফোরাম করতে হবে। সুশীল সমাজকে শুধু সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর জন্য কাজ করলেই চলবে না, দেশের সরকার এবং বিরোধী দল সঠিক দায়িত্ব পালন করছে কি না সেটাও দেখতে হবে।

রফিকুল হক খোকন

সঠিক গণতন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে আমরা যদি যোগ্য ব্যক্তিকে পেতে চাই তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন অংশীদারির গণতন্ত্র। অর্থাৎ সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে অংশীদারির গণতন্ত্রের অধিকার দিতে হবে। তাহলেই আমরা পেতে পারি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি। বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে চলছে কালো টাকার খেলা, হোন্ডার খেলা, গুণ্ডার খেলা। এগুলো প্রতিহত করতে হলে শ্রম পেশার ভিত্তিতে ভোট প্রচলন ও প্রার্থী নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যেরা আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা না করে নিজেদের আখের গোছান। তাই পেশাজীবীর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্ধারণ করে নির্বাচিত করলে তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কথা বলবেন, জাতির কথা বলবেন। আমি মনে করি ভোটব্যবস্থায় রিকল সিস্টেম চালু করলে

ভালো হয়। অর্থাৎ ভোট দেওয়ার অধিকার যেমন আছে ভোট ফেরত নেওয়ার অধিকারও তেমনি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনীতিবিদদের দোষ দিলে হবে না। রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসততা প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু পদ্ধতি এটা করে। যদি সুস্থ কিছু করতে হয় তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে। এর মাধ্যমেই আমরা সুস্থ গণতন্ত্র চর্চা ও সৎ যোগ্য ব্যক্তি পাব।

অধ্যাপক কৃষ্ণপদ দাশ
জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায়ও যদি আমরা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দিতে পারি এবং সেই নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি তাহলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারব। এখানে মূলত রাজনীতিবিদদের কেন্দ্র করেই আলোচনা-সমালোচনা করছি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুধু রাজনীতিবিদেরাই ভূমিকা রাখেন না, তার সঙ্গে সরকারি আমলা বা ব্যবসায়ীরাও অনেক ভূমিকা রাখেন । আমরা দেখেছি যখন একটি সরকার পরিবর্তন হয়ে আরেকটি সরকার আসে মাঝখানে তিন মাস সময়ে যারা দেশটাকে পরিচালনা করেন অবশ্যই তারা সরকারি ব্যক্তিত্ব। সে সময়েও অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটে। সবশেষে বলব অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাটির অবলুপ্তি করা হোক।

নজরুল ইসলাম মঞ্জু
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো কিছু পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেতে হয়। সে জন্য এ রাজনৈতিক সংলাপ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন করে সেটা বাস্তবায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একটি বিষয় লক্ষণীয়, আমরা যখনই ব্যর্থ হই তখনই সুশীল সমাজকে গালি দিই। আবার যখন রাজনীতিবিদেরা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তখন সুশীল সমাজ এগুলো তুলে ধরলে আমরা বিরক্ত হই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি। আমি এই নাগরিক সমাজেরই সদস্য। আমি একজন রাজনীতিবিদ। একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। কিন্তু আমি ব্যক্তি, জনগণের অংশ এবং আমার একটা মত আছে, ভিন্ন মত আছে। আমি লড়াই করেছি কালো টাকার বিরুদ্ধে, অসৎ রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে। এখন দ্বন্দ্ব সৎ ও অসৎ রাজনীতিবিদদের মধ্যে, সৎ ও অসৎ ব্যবসায়ীর মধ্যে দ্বন্দ্বের মতো। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই রাজনীতি বা রাজনীতিবিদ এই দুটো ধারার বাইরে আমরা কেউ নই। সুস্থধারার রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের আবার কাজ করতে হবে।

নির্বাচন কীভাবে স্বচ্ছ হবে? দুর্বল ব্যবস্থাপনা দিয়ে শক্ত নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব নয়। এখানেই আমাদের কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। ব্যবস্থাপনা শক্ত ও সঠিক করা উচিত। সেই সঙ্গে অর্থের লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। একটিমাত্র পোস্টার ছাড়া কোনোভাবেই কেউ অর্থ বিলি করতে পারবে না। শর্ত দেওয়া থাকবে কেউ আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না।

অ্যাডভোকেট এনায়েত আলী
কোনো রাজনীতিবিদ গত ৩৫ বছরে তাদের প্লাটফর্ম থেকে সংবিধান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার চেষ্টা করেননি। এর কারণ বাংলায় লেখা যে একটা সংবিধান আছে এটা কেউ জানে না। গত পাঁচ বছরে সংবিধানকে প্রিন্ট করা হয়নি। বাজারে কোনো সংবিধান নেই। সংবিধানকে জনগণের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে। সুশীল সমাজের প্রথম দায়িত্ব হবে সাংবিধানিক অধিকার কী এটা জানার ব্যবস্থা করা। আপনারা জানেন যে সংবিধান যদি না জানি নাগরিক সংলাপ করে কোনো লাভ হবে না। এখানে হলুদ কাগজে যে কয়েকটি সাজেশন দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আমি একমত। এর সঙ্গে প্রয়োজনবোধে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রিকল করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার

স্বার্থে রুলস অব বিজনেসকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং প্রশাসনের সব স্তরে শাসনভারের সরাসরি দায়দায়িত্ব প্রতিনিধিদের লিখিত আদেশের মাধ্যমে প্রতিপালিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সব নির্বাচিত প্রতিনিধিই পরিচালনা করবেন, সচিব বা কর্মচারী কেউ নন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন শুধু সাংসদদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশে যত নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন সবার সমন্বয়ে ইলেকট্রোলেট করে নির্বাচন করতে হবে।

মাজেদা আলী

শুধু অর্থের পেছনে না ঘুরে অপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন। এদের সঠিকভাবে গড়ে না তুললে ২০২১ সালের নাগরিক আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন আমরা কীভাবে পাব? স্বাধীনতার পর থেকে আমরা সবাই ভুল পথে এগিয়েছি। কারণ আমাদের সঠিক পরিকল্পনার অভাব। আজকাল সবাই টাকার পেছনে ছুটছে, এর একটা সুষ্ঠু সমাধান দরকার।

কাগজে-কলমে এত পরিকল্পনা আসছে কিন্তু বাস্তবে নেই। যদি তা-ই হতো তাহলে দেশের অবস্থা এ রকম হতো না। তাহলে জুটমিলগুলো বন্ধ হয়ে যেত না। এত লোক বেকার হয়ে কোথায় যাবে? বাধ্য হয়ে তাদের অসৎ পথে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এত লোক, সেই সঙ্গে দেশও।

গাজী শহীদুল্লাহ

দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ–সবকিছুই আজ সমস্যা। এসব সমস্যার কারণে দেশে সুশাসন নিশ্চিত হয়নি। সুশাসন নিশ্চিত করতে গেলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রে যে আটটি স্বাধীন স্তম্ভের কথা বলা আছে যেমন–বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, ন্যায়পাল, প্রধান হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কর ন্যায়পাল। যদি এই আটটিকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন করা যায় তাহলে এসব সমস্যা ৮০ ভাগ কমে যাবে। সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমতাসীন দলের দলীয় নিয়োগের পরিবর্তে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই আটটি প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন করে নিয়োগ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে আমরা যে পদ্ধতি যেভাবে দেখেছি, সুপ্রিম জুডিশিয়ারি কাউন্সিল যেটা আছে, অর্থাৎ সিনিয়র যে দুজন বিচারক তারাই বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে দেখবেন যে কতজন বিচারক দরকার। তারা একটি তালিকা তৈরি করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতি আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিয়োগ দেবেন। এর বাইরে যেতে পারবেন না। আগামী ১৫ বছরে এ তালিকা প্রণয়নে একটি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং পাঁচজন বিচারপতির সমন্বয়ে এ আলোচনা হতে পারে বা নিয়োগ হতে পারে। এরা যদি না পারেন তাহলে মেজরিটি ভোট দেবে। এটা নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনকেও মেনে নিতে হবে। শুধু বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কশিমন ছাড়া আর সব বিভাগের ব্যাপারে সরকারপ্রধান ও বিরোধী দলের প্রধান এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মিলে যদি নিয়োগ দেন তাহলে আমার মনে হয় এ জটিলতা থাকবে না।

যদি কোনো সাংসদ স্পিকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ৯০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে–সংবিধানের এই ধারা সংশোধন করে সময়সীমা ২০ দিন নির্ধারণ করা উচিত।

মোল্লা সাইফুর রহমান

আমরা লক্ষ করি প্রতি বছর যখন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়, দলের নেতা-কর্মীদের দেওয়া হয়। কিন্তু এটা দলমতনির্বিশেষে হওয়া উচিত। অর্থাৎ কারও ১৮ বছর পূর্ণ হলে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে আবার কেউ মারা গেলে তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। আমাদের দুটি নির্বাচনে অংশ নিতে হয়,

একটা স্থানীয় পর্যায়ে আর একটা জাতীয় পর্যায়ে। যারা কেন্দ্রে থাকে তারা সার্বক্ষণিক জনগণের পাশে থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যারা সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের পাশে থাকি তারা তুলনামূলক কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি। অর্থাৎ সর্বোত্তম সহযোগিতা প্রাপ্তি ন্যূনতম সুযোগ আর কম সহযোগিতা প্রাপ্তি বৃহত্তম সুযোগ।

অ্যাডভোকেট কুদরত-ই-খুদা
নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের একটাই পার্থক্য– রাজনৈতিক দল চায় ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে আর নাগরিক সমাজ চায় তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে। তারা চায় একটি গণতন্ত্র দেশে থাকুক, শান্তি দেশে থাকুক, নিরাপত্তা থাকুক। ৩৫ বছর পর নাগরিক সমাজ হতবাক, যাদের কাছে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি সেই রাজনীতি আজ স্বৈরাচারের দিকে।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী
তথ্যজানার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু আমাদের নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয় তাদের তথ্যআমরা অনেকেই জানতে পারি না। তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি আইন অথবা বিধিমালা থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চানন বিশ্বাস
আমাদের এই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে যে সংস্কৃতি চালু হওয়ার কথা ছিল সেটা না হয়ে এমন কিছু হয়েছে যেটা আমাদের কাছে খুবই খারাপ এবং এটা থেকে উত্তরণের জন্যই আপনারা সবাই চেষ্টা করছেন। সংসদে শিক্ষিত, সৎ ও প্রকৃত রাজনীতিবিদ যাওয়া, এ ব্যাপারে আমরা নাগরিক সমাজ বলছি কিন্তু বাস্তবায়ন করবে রাজনৈতিক দল। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের চাপ দিতে হবে এবং উপস্থিত সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে জনগণকে সচেতন করার জন্য। জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে কোনো রাজনৈতিক দলই এই সাধারণ কথায় কোনো সংস্কার করবে না।

রাজনৈতিক দলের একজন এমপি হিসেবে আমিও চাই, আমরা মানুষের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি দলীয়ভাবে তা পালন করব। এ জন্য দলের মধ্যে প্রচারণা চালাব। আমরা সবাই ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করি। জনসাধারণের পক্ষ থেকেই আমরা রাজনৈতিক দলে এসেছি। সুতরাং আপনারা যেভাবে চালাবেন, যেভাবে চাপ দেবেন আমাদের ঠিক সেভাবেই আপনাদের কাছে আসতে হবে। সামনে নির্বাচনকে যদি সুষ্ঠু বা নিরপেক্ষ করতে না পারেন তাহলে কোনোদিনই সৎ ব্যক্তিকে পাবেন না। মানুষ বুঝেশুনে ভোট দিলে যারা নির্বাচিত হবে তারা সঠিকভাবে সেখানে মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। প্রথম কাজ হচ্ছে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সচিবের দপ্তরের সঙ্গে এগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আলাদাভাবে বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। এবং সব সচিব-কর্মচারীসহ তাদের আলাদাভাবে পরিচালনা করা এবং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী হতে হবে।

এ দেশে যদি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে কে কোন ধর্মের মানুষ এই বাছবিচার সংবিধানে রাখা যাবে না। '৭২-এর সংবিধান ছিল সঠিক সংবিধান। ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে যে রকম ছিল সেভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে এটাকে নিরপেক্ষ করতে হবে। বাজেট থেকে এদের বরাদ্দ দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হবে।

এমপি-মন্ত্রীদের ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির কথা বলা হয়েছে। আমি একজন এমপি হয়ে বলতে চাই, আমাকে সরকারিভাবে একটি গাড়ি বা পরিবহনের সুযোগ করে দেওয়া হোক, তাহলে আমি সুশীল সমাজের মতো বলব, চাই না আমার ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি।

এম নূরুল ইসলাম
একটা লোক যত সৎ হোক, একটা লোক যত কম বিতর্কিত হোক সে যদি রাজনৈতিক বলয়ের মধ্যে না থাকে তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। বর্তমানে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল। বিশাল অংশকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে। আপনাকে যদি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি থেকে নমিনেশন না দেওয়া হয় জাতীয় নির্বাচনে, শুধু সৎ প্রার্থী হয়ে আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করে ফিরে আসতে হবে। তার কারণ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ দেখবে ধানের শীষ বা নৌকা। আপনি ব্যক্তি একা যতই ভালো হন না কেন, আপনি একা নির্বাচিত হয়ে এ দেশের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। লোকে মনে করবে হয় আওয়ামী লীগ না হয় বিএনপি।

আজকের এ সংলাপের একটি বিশাল সুফল হচ্ছে এখান থেকে আমরা কোনো রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ করিনি। এখান থেকে কোনো জাতীয় নেতার প্রতি কটূক্তি করা হয়নি। কারণ এ সংগঠন কখনো রাজনৈতিক বিভেদকে জন্ম দেবে না। এ সংগঠন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে। এ সংগঠন জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় মনোবল সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভেতর, প্রতিটি সরকারের ভেতর যেসব কুফল, যেসব জনবিরোধী কার্যক্রম রয়েছে–একটা সুশীল সমাজের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে যেসব কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন–এ তো সাধারণ মানুষের জন্য কাজ। সংবিধানের যে বিষয় শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়ে আছে এটাকে সংশোধন করতে গেলে নির্বাচন তো একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হবেই। এখন যেকোনো মৌলিক পরিবর্তন করতে গেলে–সময় আছে তিন মাস। পরবর্তী তিন মাস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। সরকারি দল মনে করছে এখন সময়মতো নির্বাচনে গিয়ে জনগণের রায়ের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য যথাসময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা একটা সুন্দর নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাই। জনগণ যেহেতু ভোটের মালিক, জনগণই যাকে ভোট দেবে তিনিই এমপি হবেন, জনগণ যে সরকারকে ভোট দেবে তারাই সরকার গঠন করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর পর তিনবার নির্বাচন করেছে। ভোটের কারচুপিতে কোনো সরকার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। সুতরাং যেটা আমাদের সামনে সেটা নিয়ে সামনে এগোই এবং এই তিন মাস পর সামনের তিন মাস অতিক্রম করে আসুন আমরা সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সংকটকে পরিহার করি। আসুন প্রয়োজনে আলোচনা করি, প্রয়োজনে দেশব্যাপী সংলাপ করি। যদি কোনো কিছু সংযোজন করতে হয়, আমরা জাতীয় স্বার্থে করব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আমরা বিগত সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন এবং মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে সময় চেয়েছি। গত আটটি আলোচনা থেকে যা পেয়েছি সেটা আমরা তুলে ধরার সুযোগ প্রার্থনা করে সময় চেয়েছি এবং আপনারা যে আলোচনা করেছেন সেটাও তার সঙ্গে যুক্ত হবে।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাফর ইমাম
এ সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা। আমরা রাজনীতিতে যাব না, রাজনৈতিক কোনো প্রতিষ্ঠান করতে চাচ্ছি না। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি যে আমরা রাজনীতি করব না। রাজনীতির জন্য প্রার্থী হব না। কিন্তু যারা প্রার্থী হবে তাদের আমরাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করব এবং সে

ব্যাপারে আমাদের একটা সততার শক্তি আছে। অর্থাৎ জনগণই রাষ্ট্রের মূল শক্তি। এ বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমাদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। অবশ্যই আমরা অসাম্প্রদায়িক, যখন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করি তখন আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা আমরা দাঁড় করিয়েছিলাম সেটা অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক। পরবর্তী সময়ে এর মধ্যে কয়েকটা সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক কথা যুক্ত হয়েছে। যেটাকে আমরা এই হাউস প্রত্যাখ্যান করছি। কর বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে বলেছেন। কর বিভাগের কাজ হচ্ছে কর ফাঁকি দেয় যারা তাদের শনাক্ত করা এবং তাদের কর দিতে বাধ্য করা। তা ছাড়া জন্ম নিবন্ধনের কথা অনেকেই বলেছেন এবং এটা একটা ভালো জিনিস, আমি এটাকে সমর্থন করি।

এখন এটাকে সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু করেছে। বাস্তবে যদি এটাকে সবাই গ্রহণ করে তাহলে আমাদের ভোটার লিস্ট আপডেট করায় কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের কথা হলো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী হলে আমরা অনেক রাজনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি। যেমন কালো টাকা আমাদের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পেশিশক্তি আমাদের রাজনীতিকে কলুষিত করছে। দুর্নীতি আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই আমরা যদি সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করি, তাহলে এই কলুষগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। আমরা এ দেশটাকে গোল্লায় যেতে দিতে পারি না বলেই আমরা নাগরিকেরা সচেতন হয়েছি। আমরা চাই রাষ্ট্র পরিচালকেরা সৎভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। আমরা চাই এখানে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বলে কিছু থাকবে না। একটা ব্যবস্থা করলে রাজনৈতিক কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি। সেটা হলো নিবন্ধন। নিবন্ধীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো মূলনীতিকে দলগুলো মেনে নিতে বাধ্য হবে। যেমন তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা আসবে। তাদের কার কী সম্পদ আছে তার একটি তালিকা আসবে। কেউ করখেলাপি কি না, কেউ অন্য কোনো অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত কি না, এর সবই এই নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসবে। এভাবে যদি আমরা রাজনৈতেক দলগুলোকে নিবন্ধন করাতে পারি তাহলে নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা আরও সুসংহত হবে।

আমরা চাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। চাই স্বাধীন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি স্বাধীনভাবে কাজ করে তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য কমবে। আমরা যদি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপ্রয়োজনীয় তবে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটা সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না এমন একটা পরিস্থির সৃষ্টি হয়েছিল যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর আস্থা ছিল না এবং কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে, এ আস্থা জনগণ হারিয়ে ফেলেছিল বলেই এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা মূল দলগুলো গ্রহণ করেছিল। এর পেছনে জনগণের সমর্থন ছিল। আর সে জন্যই এটা সংস্কারের প্রয়োজন। আমরা আলোচনার মাধ্যমে এই সুরটা ধরতে পেরেছি–আমরা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আস্তে আস্তে তুলে দেব। যত দিন আছে এটাকে কলুষমুক্ত রাখতে হবে যাতে এটি দলীয় মনোভাব বা মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হয়।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

- সংবিধানের ৭০ ধারা মোতাবেক সাংসদদের দলত্যাগ যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিতদের কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদানও নিষিদ্ধ করতে হবে
- রুলস অব বিজনেস সংশোধন করে, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান সচিবের পরিবর্তে নির্বাচিত মন্ত্রীকে করতে হবে
- জাতীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে ‘নাগরিক পার্লামেন্ট’ গঠন করে জনমত সংগ্রহ করতে হবে

- রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীদের জন্য অর্ধেক আসন নমিনেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে
- চলমান সুশীল সমাজ আন্দোলনের একটি স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করতে হবে
- সংসদকে শুধু আইন ও নীতি প্রণেতাদের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য উন্নয়নমূলক কাজ সাংসদদের পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত করতে হবে
- নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে
- যে দল থেকেই নির্বাচিত হোক না কেন, আঞ্চলিক সাংসদদের একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার করতে হবে
- ব্যর্থ হলে নির্বাচিত সাংসদের প্রত্যাহার করার বা অনাস্থা প্রস্তাব আনার আইনি ক্ষমতা জনগণকে দিতে হবে
- বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান ও সাংবিধানিক অধিকারকে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে
- অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি না করে, সাংসদেরা নিজেদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করতে পারবেন না
- নমিনেশনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ করতে হবে
- 'রাজনীতিজীবী'দের বাদ দিয়ে 'রাজনীতিবিদ'দের উৎসাহিত করার জন্য নমিনেশন চাওয়ার আগেই সম্পদের হিসাব দাখিলের আইন প্রণয়ন করতে হবে
- সংসদে 'নারীদের অলঙ্কার'-এর পরিবর্তে 'নারীদের অহঙ্কার' নির্বাচিত করার জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে
- 'ইলেক্টোরাল কলেজ'-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে
- অনুমোদনের আগে যেকোনো জনগুরুত্বসম্পন্ন বিল পুনর্বিবেচনার জন্য সরাসরি সংসদে পাঠানোর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে হবে
- যেকোনো কমিশনের প্রধান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম তিনজন জজ কর্তৃক তৈরিকৃত সম্ভাব্য তালিকাকে প্রাধান্য দেবেন
- দীর্ঘমেয়াদে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে, এর সঙ্গে ভোটার ডাটাবেজের সমন্বয় করতে হবে